২৯/১১/২০২২ খ্রিঃ তারিখ রোজ মঙ্গলবার সকাল ৯.০০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত অভ্যন্তরীণ আমন ধান ও চাল সংগ্রহ/২০২২-২৩ এর আওতায় উল্লাপাড়া উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি (খাদ্য) সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি ঃ জনাব মোঃ উজ্জল হোসেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ।
সভার স্থান ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ এর সভাকক্ষে
সভার তারিখ ঃ ২৯/১১/২০২২ খ্রিঃ।
সময় ঃ সকাল ৯.০০ ঘটিকা।

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ

ক্রঃ নং	নাম ও পদবী	স্বাক্ষর
১.	উপজেলা কৃষি অফিসার, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ ও সদস্য, উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি (খাদ্য)-	স্বাক্ষরিত
২.	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ ও সদস্য, উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি (খাদ্য)-	
৩.	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ ও সদস্য, উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি (খাদ্য)-	
৪.	সভাপতি উপজেলা চালকল মালিক সমিতি, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ ও সদস্য, উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি (খাদ্য)-	
৫.	জনাব এস এম জাহিদুজ্জামান কাকন, স্থানীয় কৃষক প্রতিনিধি, সদস্য ও উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি (খাদ্য)-	
৬.	জনাব এস, এম শফিকুল ইসলাম তালুকদার উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও সদস্য সচিব, উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি (খাদ্য)-	

সভাপতি উপস্থিত সম্মানিত সকল সদস্যগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও সদস্য সচিব সারাদেশে অভ্যন্তরীণ বোরো সংগ্রহ-২০২২ মৌসুমে বোরো ধান ও চালের লক্ষ্যমাত্রা, সংগ্রহ মূল্য ও সংগ্রহ পদ্ধতি সম্পর্কিত তথ্যাদি সভায় উপস্থাপন করেন। উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক সভাকে জানান যে, চলতি আমন সংগ্রহ/২০২২-২৩ মৌসুমে সারাদেশে ৩,০০,০০০ (তিন লাখ) মেঃ টন ধান এবং ৫,০০,০০০ (পাঁচ লাখ) মেঃ টন চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তন্মোধ্যে অত্র উপজেলায় ৫৯০.০০০ মেঃ টন আমন ধান এবং ১২৪০.০০০ মেঃ টন সিদ্ধ চাল এর লক্ষ্যমাত্রা পাওয়া গেছে। অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর ঢাকা এর ১৪/১১/২০২২ খ্রিঃ তারিখের ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৫.৫০৭.২২.২৪৬ ও ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৫.৫০৭.২২.২৪৭ নং স্মারক এবং আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর ১৫/১১/২০২২ খ্রিঃ তারিখের ১৩.০১.০০০০.২৪৫.৩৫.০০৪.২২.৭৫২ নং স্মারক ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, সিরাজগঞ্জ এর ১৬/১১/২০২২ খ্রিঃ তারিখের ১৩.০৪.৮৮০০.০০৮.৪৫.১৩০.২২.৩৯৭০ ও ১৩.০৪.৮৮০০.০০৮.৪৫.১৩০.২২.৩৯৯৪ নং পত্র সমূহের আলোকে আমন সংগ্রহ/২০২২-২৩ মৌসুমে ধান ও চাল সংগ্রহের সময়সীমা যথাক্রমে ধান ১৭/১১/২০২২ খ্রিঃ হতে ২৮/০২/২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। সংগ্রহ মূল্য প্রতি কেজি আমন ধান ২৮/- (আটাশ) টাকা ও চাল সিদ্ধ প্রতি কেজি ৪২/- (বিয়াল্লিশ) টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। তিনি সভায় আরও জানান যে, উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি উপজেলার ধান সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা উৎপাদন অনুযায়ী ইউনিয়নওয়ারি বিভাজন করবে; সকল ইউনিয়নের কৃষকগণ উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর/উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড ও জাতীয় পরিচয়পত্র জমাদান করবেন। উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর/উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর হতে প্রাপ্ত কার্ডগুলো হতে লটারীর মাধ্যমে বিজয়ী কৃষকগণের তালিকা প্রস্তুত করা হবে। প্রান্তিক ও মহিলা কৃষকদের অগ্রাধিকার দিয়ে কৃষক নির্বাচন করতে হবে। উপজেলা কমিটি কর্তৃক প্রদেয় ধানের পরিমাণসহ নির্বাচিত কৃষকদের তালিকা উপজেলা কৃষি অফিসার স্বাক্ষর পূর্বক উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর উল্লাপাড়ায় প্রেরণ করবেন। এ তালিকায় অন্তর্ভূক্ত কৃষকের নিকট থেকে উৎপাদিত আমন ধান ক্রয় করা হবে। ক্রয়কারী কর্মকর্তা কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড/জাতীয় পরিচয়পত্রের ভিত্তিতে তালিকাভূক্ত কৃষকদের সনাক্ত করবেন। তালিকা বহির্ভূত কোন কৃষকের নিকট থেকে ধান ক্রয় করা যাবে না। মিলারদের সাথে চুক্তির সময়সীমা গত ২৬/১১/২০২২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ছিল কিন্তু পরবর্তীতে চুক্তির মেয়াদ আগামী ০৮/১২/২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। সরবরাহকৃত ধানের মূল্য এ্যাকাউন্ট পেয়িং WQSC (Weight Quality Stock Certificate) দ্বারা সরাসরি সংশ্লিষ্ট কৃষকের ব্যাংক হিসাবের বিপরীতে পরিশোধ করতে হবে। সংগ্রহ নীতিমালা'২০১৭ অনুচ্ছেদ ২০(খ) এর নির্দেশনা অনুযায়ী ক্রয়কারী কর্মকর্তা ও মূল্য পরিশোধকারী কর্মকর্তা পণ্যের মান যাচাই করে ধান ও চাল ক্রয় করবেন। নীতিমালা অনুযায়ী ০১ (এক) জন এ্যাকাউন্টধারী কৃষকের নিকট থেকে ৩.০০০ (তিন) মেঃ টন পর্যন্ত ধান সংগ্রহ করা যেতে পারে। নীতিমালা'২০১৭ অনুযায়ী একজন কৃষকের নিকট থেকে সর্বনিম্ন ০৩ (তিন) বস্তা পরিমাণ অর্থাৎ ১২০ (একশত বিশ কেজি) ধান এবং সর্বোচ্চ ৩ (তিন) মেঃ টন পর্যন্ত ধান সংগ্রহ করা যাবে। নির্ধারিত পরিমাণ ধান একজন কৃষক কিস্তিতে ও বিক্রি করতে পারবে। তবে কোনো কিস্তি ০৩ (তিন) বস্তার কম হবে না। সংগ্রহ বিধি অনুযায়ী সরাসরি কৃষকদের নিকট হতে চলতি সংগ্রহ মৌসুমে উৎপাদিত ধান সংগ্রহ করতে হবে। কোন ব্যবসায়ী বা ফড়িয়ার নিকট থেকে ধান সংগ্রহ করা যাবে না। কোন কৃষক গুদামে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বিনির্দেশ বহির্ভূত ধান নিয়ে আসলে নিজ খরচ ও ব্যবস্থাপনায় উক্ত ধান শুকিয়ে ও ঝেড়ে বিনির্দেশ সম্মত করে বুঝিয়ে দিবেন।

সংগ্রহ প্রসঙ্গে সভাপতি জানান যে, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার নিকট হতে প্রাপ্ত লটারী বিজয়ী প্রকৃত কৃষকের তালিকা থেকে সংগ্রহ নীতিমালা' ২০১৭ এর আলোকে বিনির্দেশ সম্মত ধান সংগ্রহ করতে হবে। কৃষক সনাক্ত করণের জন্য কৃষকের জাতীয় পরিচয়পত্র এবং কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ডের ভিত্তিতে ক্রয় কর্মকর্তাকে তালিকাভূক্ত কৃষক সনাক্ত করে ধান সংগ্রহ নিশ্চিত করতে হবে। অত্র উপজেলার বৈধ লাইসেন্সধারী চালকল মালিকগণের সাথে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ধান ও চাল সংগ্রহের বিষয়ে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, উল্লাপাড়া সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তিনি সভায় আরো ও জানান যে, চালকল মালিকগণের সাথে চুক্তির সময়সীমা আগামী ০৮/১২/২০২২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নির্ধারিত আছে। বাজারদর অনুকূলে না থাকায় সংগ্রহের সম্ভাবনা কম। সংগ্রহ প্রসঙ্গে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক তথা সদস্য সচিব, উপজেলা খাদ্য শস্য সংগ্রহ কমিটির সম্মানিত সকল সদস্যগণকে সংগ্রহ কার্যক্রম পরিদর্শন করতে অনুরোধ জানান।

বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় সর্ব সম্মতিক্রমে নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হল ঃ

১। সংগ্রহ নীতিমালা'২০১৭ এর আলোকে বিনির্দেশ সম্মত এবং গুণগত মান সম্পন্ন ধান ও চাল সংগ্রহ করতে হবে। বিনির্দেশ বর্হিভূত ধান ও চাল কোন ভাবেই সংগ্রহ করা যাবে না।

২। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার নিকট থেকে লটারী বিজয়ী কৃষকের তালিকা হইতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কৃষক নির্বাচন করে তাদের নিকট থেকে ধান সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল।

৩। সরবরাহকৃত ধানের মূল্য এ্যাকাউন্ট পেয়িং WQSC (Weight Quality Stock Certificate) দ্বারা সরাসরি সংশ্লিষ্ট কৃষকের ব্যাংক হিসাবের বিপরীতে পরিশোধ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল।

৪। উপজেলা কৃষি সম্প্রাসারণ অফিসার উল্লাপাড়া হতে প্রাপ্ত লটারী বিজয়ী কৃষক তালিকার সাথে মিলিয়ে, কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ডের ফটোকপি ও জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি সংশ্লিষ্ট গুদামে সংরক্ষণ পূর্বক কৃষক সনাক্ত করতে হবে।

৫। একজন কৃষকের নিকট ৩ (তিন) বস্তা = ১২০ (একশত বিশ কেজি) থেকে সর্বোচ্চ ৩ (তিন) মেঃ টন পর্যন্ত ধান ক্রয় করা যাবে। নির্ধারিত পরিমাণ ধান একজন কৃষক কিস্তিতে ও বিক্রি করতে পারবেন। তবে কোনো কিস্তি ৩ (তিন) বস্তার কম হবে না।

৬। অভ্যন্তরীণ আমন সংগ্রহ/২০২২-২৩ এর আওতায় নতুন তালিকাভূক্ত কৃষকদের নিকট হতে ধান ক্রয় করা হবে এবং তালিকা বহির্ভূত কোন কৃষকদের নিকট থেকে ধান ক্রয় করা যাবে না। প্রান্তিক ও মহিলা কৃষকদের অগ্রাধিকার দিয়ে ধান সংগ্রহ করতে হবে।

৬। উপজেলা সংগ্রহ কমিটির সম্মানিত সদস্যগণকে সুবিধামতো সময়ে সংগ্রহ পরিদর্শণপূর্বক খাদ্য গুদামের পরিদর্শন বহিতে মতামত লিপিবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

৭। লটারী বিজয়ী প্রতিজন কৃষকের কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ডে উপজেলা নির্বাহী অফিসার উল্লাপাড়া ও উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, উল্লাপাড়া স্বাক্ষর প্রদান করবেন।

৮। ধান সংগ্রহের শুরুতে ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

৯। প্রতিটি মিলের অনুকূলে বরাদ্দকৃত চাল চুক্তির মাধ্যমে সরবরাহ না করলে সংশ্লিষ্ট মিলারের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করা হবে।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভায় সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৯/১১/২২

(মোঃ উজ্জল হোসেন)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
সভাপতি
উপজেলা খাদ্য শস্য সংগ্রহ কমিটি (খাদ্য)
উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ।
তারিখঃ ২৯/১১/২০২২ খ্রিঃ।

স্মারক নং -১৩.০১.৮১০০.০২.০৪.০৪৯.১৮.
অনুলিপিঃ সদয় অবগতির/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য
১। মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য-৬৫ সিরাজগঞ্জ-৪, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ।
২। জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ।
৩। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, সিরাজগঞ্জ।
৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ।
৫। উপজেলা কৃষি অফিসার, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ।
৬। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ।
৭। উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিসার, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ।
৮। জনাব মোঃ জিন্নাহ আলম সভাপতি, চাউলকল মালিক সমিতি, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ।
৯। জনাব এস, এম জাহিদুজ্জামান কাকন, উপজেলা আওয়ামীলীগ, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ।
১০। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উল্লাপাড়া এলএসডি, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ।
১১। সংরক্ষণ নথি।

২৯/১১/2022

(এস, এম শফিকুল ইসলাম তালুকদার)
উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক
ও
সদস্য সচিব
উপজেলা খাদ্য শস্য সংগ্রহ কমিটি (খাদ্য)
উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ।